موضوع الخطبة: الاستخارة

الخطيب : فضيلة الشيخ حسام بن عبد العزيز الجبرين/ حفظه الله

لغة الترجمة: البنغالية

المترجم: عبد الرحمن بن لطف الحق

الإيميل: rashidlutful@gmail.com

খুতবার বিষয়ঃ ইস্তিখারাহ্

প্রথম খুৎবা

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شُرور أنفسنا، ومِن سيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضل له، ومن يضْلِل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102]. ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1]. ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70 - 71].

এটা সর্বজনবিদিত যে, জীবন পরিবর্তনশীল এবং বিভ্রান্তিকর জিনিসে পূর্ণ, এবং বেশ কিছু জিনিস এক অপরের বিরোধী মনে হয়, তাই একজন ব্যক্তি এ গুলোর ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়, এবং সে চিন্তায় ব্যস্ত ও বিরক্ত হয়ে রাত দিন কাটিয়ে দেয় যে, সে কোন দিকে যাবে এবং কোন পথ অবলম্বন করবে।

প্রাক-ইসলামী যুগের লোকেরা এমন জিনিসের আশ্রয় নিত যা ছিল তাদের জ্ঞানের শেষ সীমা।

এবং এটি কেবল তাদের ক্ষতি এবং বিপথগামীতা বাড়িয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তীর দিয়ে নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা করত, আবার কেউ পাখিদের উড়িয়ে দিয়ে তাদের দ্বিধা দূর করত।

আল্লাহ যখন ইসলাম নিয়ে আসেন - যে ইসলাম মানুষের কোনো বিষয়ের ও সমস্যার সমাধান না করে ছেড়ে দেইনি- এই ধরনের বিষয়গুলির জন্য ইসলামের নিকট একটি চমৎকার সমাধান ছিল। আল্লাহ মুমিনের জন্য যে বিষয়গুলো আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন, যখন সে কোনো বিষয়ের সম্মুখীন হয় এবং সে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে না, তা হলো ইস্তিখারার পথ অবলম্বন করা।

জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সব কাজে ইস্তিখারাহ্* শিক্ষা দিতেন। যেমন পবিত্র কুরআনের সূরাহ্ আমাদের শিখাতেন। তিনি বলেছেনঃ তোমাদের কেউ কোন কাজের ইচ্ছা করলে সে যেন ফরজ নয় এমন দু’রাক‘আত সালাত আদায় করার পর এ দু’আ পড়েঃ

(اللهم إنِّي أستخيرك بعلمِك، وأستقدرُك بقدرتك، وأسألُك مِن فضلك؛ فإنَّك تقْدِر ولا أقْدِر، وتعْلمُ ولا أعلم، وأنت علاَّم الغيوب، اللهم فَإنْ كنتَ تعْلم هذا الأمرَ - ثُم تسمِّيه بعَيْنِه؛ كزواج أو شِراء أو غيره - خيرًا لي في عاجِل أمري وآجِله - قال: أو في دِيني ومَعاشي وعاقِبةِ أمري - فاقْدُرْه لي ويسِّرْه لي، ثم بارِكْ لي فيه، اللهم وإنْ كنتَ تعلم أنه شرٌّ لي في دِيني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: في عاجل أمري وآجله - فاصْرِفني عنه، واقْدُر لي الخيرَ حيث كان، ثم رضِّني به).

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার জ্ঞানের দ্বারা আমার উদ্দিষ্ট কাজের মঙ্গলামঙ্গল জানতে চাই এবং আপনার ক্ষমতা বলে আমি কাজে সক্ষম হতে চাই। আর আমি আপনার মহান অনুগ্রহ প্রার্থনা করি। কারণ, আপনি ক্ষমতাবান আর আমার কোন ক্ষমতা নেই এবং আপনি জানেন আর আমি জানি না। আপনিই গায়িব সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। হে আল্লাহ! যদি আপনার জ্ঞানে এ কাজটিকে আমার দ্বীনের ব্যাপারে, আমার জীবন ধারণে ও পরিণামে- রাবী বলেন, কিংবা তিনি বলেছেন- আমার বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিক দিয়ে মঙ্গলজনক বলে জানেন তাহলে তা আমার জন্য নির্ধারিত করে দিন। আর যদি আমার এ কাজটি আমার দ্বীনের ব্যাপারে, জীবন ধারণে ও পরিণামে- রাবী বলেন, কিংবা তিনি বলেছেন- দুনিয়ায় আমার বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিক দিয়ে আপনি আমার জন্য অমঙ্গলজনক মনে করেন, তবে আপনি তা আমা হতে ফিরিয়ে নিন। আমাকেও তা হতে ফিরিয়ে রাখুন। আর যেখানেই হোক, আমার জন্য মঙ্গলজনক কাজ নির্ধারিত করে দিন। তারপর আমাকে আপনার নির্ধারিত কাজের প্রতি তৃপ্ত রাখুন। রাবী বলেন, সে যেন এ সময় তার প্রয়োজনের নির্দিষ্ট বিষয়ের কথা উল্লেখ করে।

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ - বলেছেন: "এই প্রার্থনার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর অস্তিত্বের স্বীকৃতি এবং তাঁর গুণাবলীর পূর্ণতার স্বীকৃতি, যেমন জ্ঞান, ক্ষমতা এবং ইচ্ছার পরিপূর্ণতা, স্বীকৃতি তাঁর প্রভুত্যর স্বীকৃতি। সকল বিষয় তাঁর কাছে অর্পণ করা, তাঁর সাহায্য চাওয়া, তাঁর উপর নির্ভর করা, নিজেকে নিজের নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে না দেওয়া এবং সকল শক্তি ও ক্ষমতা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা। এবং বান্দার তার নিজের স্বার্থ অর্জন করার ক্ষমতা এবং তার জন্য তার ইচ্ছা করার অক্ষমতা স্বীকার করা। এবং এ সবই তার অভিভাবক, তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর হাতে।

হে ঈমানদারগণ!

পরামর্শ চাওয়া ইস্তিখারা পরিপূরক। বরং ইসলাম এটাকে এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের হক্ হিসেবে গণ্য করেছে যে, কেউ তোমার নিকট ভাল উপদেশ চাইলে, তুমি তাকে ভাল উপদেশ দিবে, হাদীসে এসেছেঃ ((এক মুসলমানের অন্য মুসলমানের উপর ছয়টি অধিকার রয়েছে)) এবং তিনি তার মধ্যে উল্লেখ করেছেন: ((এবং যদি সে আপনার পরামর্শ চায় তবে তার প্রতি আন্তরিক হও)); (মুসলিম)

পূর্বসূরিদের মধ্যে একজন বলেছেন: "জ্ঞানী ব্যক্তির পরিচয় যে, তার মতামতের সাথে পণ্ডিতদের মতামত যোগ করা এবং জ্ঞানীদের বুদ্ধির সাথে তার বুদ্ধি একত্রিত করা, কারণ একটি অনন্য মতামত বিপথগামী হতে পারে এবং একটি পৃথক বুদ্ধি ও সিদ্ধান্ত পথভ্রষ্ট হতে পারে"।

আমাদের নবী - সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের রাঃ ইস্তিখারাহ শেখাতেন যেমন তিনি তাদের কুরআনের থেকে একটি সূরা শেখাতেন। অর্থাৎ তাদের সাধারণ প্রয়োজনেও এটি শেখাতেন এবং এটির প্রতি তারা আগ্রহ প্রকাশ করতেন এবং যত্ন নিতেন। এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে একটি একটি করে অক্ষর শিখিয়েছেন। তদনুসারে, এ দুআটি যেভাবে বর্ণিত আছে সেভাবেই দুআ করা এবং হুবহু এর শব্দগুলো মুখস্থ করা জরুরী।

ইস্তিখারার বিধানগুলির মধ্যে রয়েছে:

যে একজন ব্যক্তি তার জীবনের জায়েয বিষয়গুলিতে ইস্তিখারা করবে । সেই মত মুস্তাহাব বিষয়গুলিতে ইস্তিখারা করবে যদি সেগুলি শুরু করার ক্ষেত্রে বিরোধ দেখা দেয় যে কোনটি আগে শুরু করবে।

ইবনে আবী জামরাহ বলেছেন: "ইস্তিখারাহ এমন বিষয়গুলিতে করা হয় যা জায়েয বা অনুমোদিত এবং মুস্তাহাব বিষয়গুলোতে, যদি সেগুলি শুরু করার ক্ষেত্রে বিরোধ দেখা দেয় যে কোনটি আগে শুরু করবে। এবং ওয়াজিব, মুস্তাহাব, হারাম ও মাকরুহ বিষয়গুলি করার ক্ষেত্রে ইস্তিখারা করা যাবে না।

ইমাম আল বুখারী তার জামি' সহীহ গ্রন্থে প্রতিটি হাদিস লেখার আগে ইস্তিখারা পাঠ করেছিলেন। যে গ্রন্থটি পৃথিবীতে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে এবং কুরআনের পর সবচেয়ে সঠিক ও বিশুদ্ধ গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছে। সম্ভবত এটি ইস্তিখারার বরকতের কারণে

ইস্তিখারার দোয়া মুখস্ত করা, আমাদের ছেলে-মেয়েদের তা মুখস্থ করতে অনুপ্রাণিত করা এবং আপনার রবের কাছ থেকে সওয়াব চাওয়া আমাদের কর্তব্য। ইস্তিখারার জন্য নির্দিষ্ট দুই রাকাত নামায পড়ার পর করাই উত্তম।

সুনান রাওয়াতিব এবং এর মতো অন্যান্য নামাযের ক্ষেত্রে, ইবনে হাজারের মত হল যে, তিনি যদি সেই নির্দিষ্ট সালাত এবং ইস্তিখারাহ সালাত একসাথে করার ইচ্ছা করেন তবে তা যথেষ্ট। যেমন নামায পড়ার সময় তার উদ্দেশ্য হল তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করা এবং ইস্তিখারার সালাত আদায় করা।

স্থায়ী কমিটিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কেউ যদি ইস্তিখারাহ দুআ মুখস্থ না করে থাকে,

তাহলে বই থেকে পড়ার হুকুম কি? এর উত্তরে বলা হয়েছিল যে, এটি জায়েজ, এবং যেটি গুরুত্বপূর্ণ তা হল প্রার্থনায় হৃদয়, নম্রতা এবং আন্তরিকতার উপস্থিতি থাকা।

بارَكَ الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعَنا بما صرَّف فيه مِن الآيات والذِّكْر الحكيم، واستغفِروا الله؛ إنه كان غفارًا

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله اللطيفِ الحميد، الفعَّالِ لما يريد، وصلى الله وسلم على محمد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

ঈমানদারগণ! এখানে ইস্তিখারার কিছু মাসায়েল উল্লেখ করা হল:

প্রথম মাসআলা: কখন ইস্তিখারাহ দুআ করতে হবে? কিছু আলেম বলেছেন: সে তাশাহহুদের পরে এবং সালামের আগে দুআ ইস্তিখারার দুআ করবে। এবং কিছু আলেম বলেছেন: সে সালামের পরে দুআ করবে। লাজনা দায়িমাহ এটাই ফতুয়া দিয়েছে।

আরেকটি মাসআলা : কেউ যদি পরামর্শ চায় এবং নির্দেশনা চায়, কিন্তু তার হৃদয় কোন কিছুর জন্য স্পষ্ট না হয়, তাহলে তার কী করা উচিত?

কতিপয় আলেম বলেছেন: অন্তর স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তিনি ইস্তিখারা করতে থাকবেন।

বারবার ইস্তিখারা করার ব্যাপারে হাদীস রয়েছে, কিন্তু তা সহীহ নয়।

কতিপয় আলেম বলেছেন: তার উচিত যা তাকে উত্তম মনে হয় তা করা উচিত। কারণ বারবার ইস্তিখারা করার ব্যাপারে কোন সহীহ দলীল নেই।

আরেকটি মাসআলা: এক সালাতে একাধিক প্রয়োজনের জন্য একটি ইস্তিখারা করা জায়েয, তাই তিনি ভূমিকার পরে প্রার্থনায় বলবেন: হে আল্লাহ, যদি অমুক-অমুক প্রয়োজন এবং অমুক-অমুক প্রয়োজন আমার জন্য ভাল হয়, তাহলে এগুলোকে সহজ করে দিন... ইত্যাদি, এবং এই বিষয়ে ইবনে জিবরীন ফতোয়া দিয়েছেন।

বিষয়গুলির মধ্যে: কিছু লোকের এই ধারণার কোন প্রমাণ নেই যে তারা ইস্তিখারার পরে একটি সপ্ন দেখতে পাবে।

বিষয়গুলির মধ্যে: ইস্তিখারাহ হল যে বিষয়ে দ্বিধাবোধ করে।

ইস্তিখারাকে বিরল বা অল্প কিছু পরিস্থিতিতে সীমাবদ্ধ রাখা ভুল। বরং, একজন মুসলমান সব বিষয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে যাবে তাঁর পরামর্শ চাইবে যদি সে দ্বিধা বোধ করে। যেমন হাদীসে এসেছে, ((তিনি আমাদের সকল বিষয়ে ইস্তিখারা শিক্ষা দিতেন))

এমনকি জয়নাব বিনতে জাহশ যখন তাকে নবীর সাথে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল

তখন তিনি ইস্তিখারা করেছিলেন।

ইমাম নাওয়াবী বলেছেন: সম্ভবত তিনি তার অধিকারে অবহেলার ভয়ে ইস্তিখারা চেয়েছিলেন।

ইস্তিখারাহের পরে বান্দার জন্য যা লেখা হয় তা তার জন্য কল্যাণকর, এবং ইস্তিখারাহের পরে এটি সর্বদা ভাল পরিস্থিতি হবে এটা জরুরী নয়। আপনার লোকসানও হতে পারে তবে মুসলিম আত্মবিশ্বাসী যে এতেই তার জন্য কল্যাণকর। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

.وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة: 216]

অনুবাদঃ কিন্তু তোমরা যা অপছন্দ কর হতে পারে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

কবি বলেছেনঃ

رُبَّ أَمْرٍ تَتَّقِيهِ
جَرَّ أَمْرًا تَرْتَضِيهِ
خَفِيَ الْمَحْبُوبُ مِنْهُ
وَبَدَا الْمَكْرُوهُ فِيهِ

অনুবাদঃ কোন বিষয়কে অপছন্দ কর কিন্তু তা কল্যাণ নিয়ে আসে, পছন্দের জিনিস লুক্কায়িত থাকে, আর অপছন্দের জিনিসটি দেখা যায়।

ইস্তিখারা হল আল্লাহর দাসত্ব ও নম্রতা প্রকাশ করা, এবং সমস্ত পরিস্থিতিতে তার প্রভুর প্রতি মুমিনের অন্তরের অনুরক্তির প্রমাণ।

ইস্তিখারা নির্দেশিকা চাওয়া ব্যক্তির মনোবল বাড়ায়, তাকে তার জন্য সাফল্যের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে।

ইস্তিখারা হল আল্লাহর হামদ ও প্রশংসা করা।

ইস্তিখারা হল বিভ্রান্তি ও সন্দেহ থেকে মুক্তির উপায় এবং আশ্বাস ও মানসিক শান্তির কারণ।

ইস্তিখারা হল আল্লাহর উপর ভরসা ও বিষয়টি তার দিকে অর্পণ করার একটি উপায়।